পামেকে ‘ছাত্রদল-ছাত্রলীগ’ ভাগাভাগি কমিটি স্থগিত

পাবনা প্রতিনিধি

২৪ মার্চ, ২০২৫
১৫:৪৬

শেয়ার

অ +

অ -

সংগৃহীত ছবি

সংবাদ প্রকাশের পর নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতাদের পুনর্বাসন করা পাবনা মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রদলের নবগঠিত বিতর্কিত কমিটি স্থগিত করেছে কেন্দ্রীয় ছাত্রদল। সোমবার (২৪ মার্চ) সকালে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব এবং সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাসির স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়েছে- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, পাবনা মেডিক্যাল কলেজ শাখার ঘোষিত কমিটি স্থগিত করা হলো। পরবর্তী নির্দেশ প্রদান না করা পর্যন্ত এই স্থগিতাদেশ বহাল থাকবে।

আরো পড়ুন

নাম মঙ্গল শোভাযাত্রাই, স্লোগান ‘নববর্ষের ঐকতান, ফ্যাসিবাদের অবসান’

এর আগে রবিবার (২৩ মার্চ) দুপুরে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব এবং সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাসির পাবনা মেডিক্যাল কলেজ শাখা ছাত্রদলের ২২ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির অনুমোদন দেন। ২২ সদস্যের এই কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ১১ পদেই নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের ১১ জন নেতাকে গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

পাবনা মেডিক্যাল কলেজের নবগঠিত ছাত্রদলের কমিটি এবং নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের বঙ্গবন্ধু হল শাখার পূর্বের কমিটি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়- শাখা ছাত্রদলের নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক হাসিবুল হাসান শুভ নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের কলেজের হল শাখার যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ছিলেন, সিনিয়র সহ-সভাপতি আমিমুল আহসান তনিম ছিলেন তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক, সহ-সভাপতি রাহুল রায় ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, সিনিয়র যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক শেখ আল ফায়াদ ছিলেন ছাত্রলীগের গণশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ইয়াসির আরাফাত ছিলেন ছাত্রলীগের আপ্যায়ন বিষয়ক সম্পাদক, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক তরিকুল ইসলাম ছিলেন

ছাত্রলীগেরও যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ছিলেন, আরেক যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান ছিলেন ছাত্রলীগের সমাজসেবা সম্পাদক, আরেক যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক তাসরীফ আলম ছিলেন হল ছাত্রলীগের দফতর সম্পাদক। এছাড়াও নবনির্বাচিত যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক স্বাধীন মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাবিল, প্রচার সম্পাদক সামিন রাফিদ আরোহ ছিলেন ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী।

আরো পড়ুন

তামিমের সুস্থতায় প্রার্থনা কেকেআরের

এ বিষয়ে নবগঠিত ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক হাসিবুল হাসান শুভ বলেন, ‘আমি কখনও ছাত্রলীগ করতাম। কিন্তু ওই সময়ে ছাত্রলীগের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক কলেজে যারা একটিভ ছিল তাদেরকেই কমিটিতে সরাসরি এড করে দিয়েছিল। আমার অনুমতি না নিয়েই তারা আমাকে ছাত্রলীগের হল কমিটিতে রেখেছিল।’

তবে নবনির্বাচিত সভাপতি সাগর মাহমুদ বলেন, ‘ওদের অজান্তেই ওরা হল কমিটিতে নাম ছিল কিন্তু জুলাই আন্দোলনে পদত্যাগসহ ভূমিকা ছিল।

আন্দোলনের পরপরই তারা ওই কমিটিতে কিভাবে নাম আসলো তা ক্লিয়ার করেছে। তারা পদত্যাগ অনেক আগেই করেছে বা সেগুলো নিয়ে আমাদের কাছে ক্লিয়ার ভিডিও আছে। এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই।’

এব্যাপারে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব এবং সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাসিরের সঙ্গে মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করেও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।